তারিখ 06 NOV 2016
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

সংবাদ

নীলফামারীর সীট চাপড়া স. প্রা. স্কুল

দুই শিক্ষক দিয়ে পাঠদান তিন শতাধিক শিক্ষার্থীর

প্রতিনিধি, নীলফামারী

প্রতিদিন গড় উপস্থিতি তিনশ' জন শিক্ষার্থী। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকসহ পাঠদান করাচ্ছেন তিনজন শিক্ষক। তবে প্রধান শিক্ষক প্রায় দিনই প্রশাসনিক বিভিন্ন কাজে বিদ্যালয়ের বাইরে অবস্থান করেন। নিয়মিত দু'টি শ্রেণীতে পাঠদান করাচ্ছেন দু'জন শিক্ষক। অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয় মাঠে খেলাধুলা আর হৈ-হুল্লোড় করেই সময় কাটিয়ে দেয়। তাদের লেখাপড়া বলতে বিদ্যালয়ে আসা যাওয়ার মাঝখানে হয় শুধু খেলাধুলা ও সময় কাটানো। অথচ বিদ্যালয়টির শুন্য পদ পূরণের ক্ষেত্রে উপজেলা ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা চোখে পট্টি কানে তুলো দিয়ে রেখেছেন। সরেজমিনে গিয়ে নীলফামারী সদর উপজেলার সীট চাপড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এমনই দৃশ্য দেখা গেছে গত বৃহস্পতিবার। বিগত ১৯২২ সালে প্রতিষ্ঠিত এ বিদ্যালয়ে কক্ষ রয়েছে পাঁচটি। চারটি শ্রেনী কক্ষ ও একটি শিক্ষকদের কক্ষ। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিনশ' ৪৫ জন। এর মধ্যে নিয়মিত উপস্থিতি তিনশ' জন। তারা সকলে উপবৃত্তি সুবিধা ভোগ করে। প্রধান শিক্ষকের পদটি দীর্ঘদিন থেকেই শুন্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সৃষ্ট পদ তিনজন। রেজওয়ানা রাব্বী নামের এক শিক্ষক ২০১২ সালের এক এপ্রিল থেকে অনুপস্থিত। শিক্ষক মনিরা বেগম ২০১৪ সালের ২২ জুন থেকে প্রেষনে গুড়গুড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করছেন। প্রধান শিক্ষকসহ অপর একজন শিক্ষকের পদ বদলীজনিত কারণে দীর্ঘদিন থেকে শূন্য। নীলফামারী পিটিআইতে রীনা সুলতানা নামের এক শিক্ষিকা পিটিআইতে প্রশিক্ষণে রয়েছেন। বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির কয়েকজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, শিক্ষক শূন্যতার কারণে প্রায় সাড়ে তিনশ' শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত প্রায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। তারা নিয়মিত বিদ্যালয়ে এসেও কিছুই শিখছে না। শুধু আসা যাওয়া ছাড়া কিছুই হচ্ছে না। অভিভাবকরা লেখাপড়া করার জন্য তাদের বাচ্চাদের বিদ্যালয়ে পাঠালেও শিক্ষক শুন্যতায় তাদের পাঠদান হচ্ছে না। তারা আরও অভিযোগ করে বলেন, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তাগণের সুদৃষ্টিতে এ বিদ্যালয়টি নেই। থাকলে তারা অবশ্যই শিক্ষক নিয়োগ দিতেন। কারণ তারা টাকা ছাড়া বদলীর কোন ফাইলে সই করে না। এই সাড়ে তিনশ' জন শিক্ষার্থীর ভবিষ্যত নষ্ট হওয়ার জন্য দায়ী তারা। কর্মকর্তারা বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী নিয়ে ভাবেন না। ভাবলে অবশ্যই শিক্ষক বদলি করাতেন। তাদের ভাবনা কিভাবে টাকা পকেটে আসবে। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক খায়রুল ইসলাম বলেন, আমি নিজেই একজন ভারপ্রাপ্ত। ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের নির্দেশ শিক্ষকরা সাধারণত মানতে চান না। একই পদের হওয়ায় নির্দেশ দিতে নিজেকেও অস্বস্তি লাগে। শূন্যপদ পূরণের জন্য উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাছে অনেক বার ধর্না দিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। শিক্ষক শূন্যতার কারণে শিক্ষার্থীদের লেখাপড়া চরমভাবে ব্যাহত হচ্ছে। এর দায়ভার সাধারণত চাপছে আমার উপর। কিন্তু আমার তো করার কিছুই নেই।